সংবাদ

23 OCT 2012

ভর্তির টাকা নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অনিয়ম

ভর্তি ফরম বিক্রির টাকা পকেটস্থ করার খবর এবার প্রকাশিত হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সম্পর্কে। এর আগে রাজধানীর কয়েকটি নামকরা স্কুলের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ উঠেছে। এবার খোদ বিশ্ববিদ্যালয়। সহযোগী দৈনিক গত রোববার তার শীর্ষ খবরে জানিয়েছে, এ বছরের ভর্তি পরীক্ষায় ফরম বিক্রির টাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিয়ে নিয়েছেন। ১৬টি ইউনিটে ২ লাখ ৪২ হাজার ২৬৪টি ফরম বিক্রি হয়েছে। প্রতিটি ফরম বিক্রি হয়েছে ৫ হাজার ১০০ টাকা করে। খবরে বলা হয় বিক্রয়লব্ধ ৯ কোটি ৮ লাখ টাকার ৭০ শতাংশ শিক্ষকরা নিয়ে নিয়েছেন। যা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ঘোষিত নীতিমালার সম্পূর্ণ বরখেলাপ।

মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আয়ের গোটাটাই এর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এটা না করে ভর্তি ফরম বিক্রির টাকার মাত্র ৩০ শতাংশ ব্যাংকে জমা দিয়েছে। জমাকৃত এই ৩০ শতাংশ অর্থ দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মানী ও ভাতা দেয়া হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, এভাবে শিক্ষকরা মাথাপিছু ৩৫ থেকে ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। যা নিয়মের ব্যত্যয়। আরও উল্লেখ্য যে, এই অর্থ ব্যয়ের কোন অডিট হয়নি। সুতরাং ব্যয়ের বিষয়টি অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ শুধু অনিয়ম এবং নৈতিকতার প্রশ্নে নয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক তাদের-ছাত্রদের সামনে যে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অর্থ লোভের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সেটাও নিন্দনীয়। এই যদি শিক্ষকদের অবস্থা হয় তাহলে ছাত্রদের অবস্থা যে আরও খারাপ হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে টাকা গ্রহণে আপত্তি করেছেন। তারা একে ভর্তিবাণিজ্য বলেছেন। ঠিক একই অনুশীলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও নাকি চলছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল জানিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি ইউনিটে ভর্তির কার্যক্রম চলে। সেখানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬টি ইউনিট। যত বেশি ইউনিট, ভর্তির জন্য তত বেশি টাকা আদায়ের সুযোগ। আমরা মনে করি, ভর্তি কার্যক্রমে শিক্ষকসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পৃথক শ্রম দিতে হয়। সুতরাং এর জন্য সম্মানী তারা পেতে পারেন। কিন্তু তারও একটা নিয়মনীতি থাকতে হবে। তহবিলের নিরীক্ষা হতে হবে। তার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকতে হবে। এডহক ব্যবস্থায় অর্থের কোন বণ্টন হতে পারে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় এখানেই আমাদের আপত্তি। ইউজিসি যে গাইডলাইন করে দিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়কে তা মানতে হবে। যেখানে ভর্তি ফরম বিক্রির টাকার শতভাগ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেয়ার কথা সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার মাত্র ৩০ শতাংশ জমা দিয়েছে। সুতরাং এখানে ইউজিসির নিয়মভঙ্গ করা হয়েছে।

সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির দ্বারা অর্থ বণ্টনের নীতিনির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সেভাবেই চলতে হবে এবং গোটা তহবিলের ব্যয়ের খাত অবশ্যই নিরীক্ষিত হতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে এর ন্যূনতম ব্যত্যয় প্রত্যাশিত নয়।

সুতরাং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির টাকা ব্যয়ের নিরীক্ষা হতে হবে এবং একে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কাঠামোয় আনতে হবে। যারা এই অর্থ পকেটস্থ করেছে তাদের কাছ থেকেই সেই অর্থ আদায় করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হোক তা কোন মতেই কাম্য নয়।